

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

259586 - জান্নাতের রক্ষকরে নাম কি 'রদেওয়ান'?

প্রশ্ন

জান্নাতের রক্ষকরে নাম কি রদেওয়ান? আমি শাইখ বনি উছাইমীন (রহঃ) এর ফতোয়াতে শুনছি যে, তিনি বলেন: "জান্নাতের রক্ষকরে নাম 'রদেওয়ান' মরম্বে কিছু আছার (সাহাবী বা তাবয়ীর উক্তি) প্রসঙ্গি পয়েছে। কনিত্তু, এই মরম্বে আমিকোন সহহি হাদিস জানিনা"। তাঁর কথা থেকে কি এই নামটি সাব্যস্ত করা বুঝা যায়?

উত্তরে সংক্ষিপ্তসার

সংক্ষিপ্তসার:

এ নামটি সহহি হাদিসসমূহে সাব্যস্ত হয়নি। কনিত্তু, আলমেগণ এ নামটি ব্যবহার করে আসছেন এবং এ নামের উল্লেখ করাকে তারা দোষেরে কিছু মনে করেন না। সুতরাং এ বিষয়টি (ইনশাআল্লাহ) সহজ।

প্রিয় উত্তর

আলহামদুলিল্লাহ।

আলমেদেরে মাঝে মশহুর যে, জান্নাতের রক্ষক ফরেশেতার নাম 'রদেওয়ান'। কনিত্তু, এ নামটি কুরআনে আসনে, কিংবা সহহি সুন্নাতেও আসনে। বরং কিছু দুর্বল আছার (সাহাবী বা তাবয়ীর উক্তি)-তে উদ্ধৃত হয়েছে।

ইবনুল কাইয়্যমে (রহঃ) বলেন: আল্লাহ তাআলা জান্নাতের সর্বোচ্চ মর্যাদাবান রক্ষকরে নাম রখেছেন: **رضوان** (রদেওয়ান)। এ নামটি **الرضا** (সন্তুষ্ট) শব্দ থেকে উদ্ভূত। আর জাহান্নামের রক্ষকরে নাম রখেছেন: **مالك** (মালিক)। এ নামটি **المالك** (আল-মুলক) শব্দ থেকে উদ্ভূত। যা শক্তি ও কঠোরতা বুঝায়। [হাদলি আরওয়াহ (১/৭৬)]

মুনাওয়ি বলেন: "জান্নাত রক্ষা করার দায়িত্বপ্রাপ্তকে বলছেন খায়নে (ভাণ্ডার-রক্ষক)। কেননা জান্নাত হচ্ছে- আল্লাহর ভাণ্ডার; যা তিনি তাঁর বান্দাদের জন্য প্রস্তুত করেছেন...। আপাত অর্থে জান্নাতের রক্ষক শুধু একজন। কনিত্তু, আসলে সটো উদ্দেশ্য নয়। দলিল হচ্ছে আবু হুরায়রা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদিস: "যে ব্যক্তি কোন জনিসিরে এক জোড়া আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করবে জান্নাতের প্রত্যকে দরজার রক্ষকরা তাকে ডাকবে: আস"। এবং জান্নাতের রক্ষক একাধিক হওয়া

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

মরম্মে সুস্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা অন্যান্য হাদিস। তবে, রদেওয়ান হচ্ছে- তাদের মাঝে সর্বাধিক মর্যাদাবান ও নত। আর সর্বাধিক মর্যাদাবান রাসূলকে অভ্যর্থনা জানাবে সর্বাধিক মর্যাদাবান রক্ষক।"[ফায়যুল কাদরি (১/৫০) থেকে সমাপ্ত]

হাফযে ইবনে কাছরি (রহঃ) ফরেশেতাদের সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন:

"তাদের মধ্যে রয়েছেন জান্নাতের দায়িত্বে রত, জান্নাতীদের অভ্যর্থনার প্রস্তুতিতে রত এবং জান্নাতের বসবাসকারীদের মহেমানদারি পরিশে তরীতে রত; যমেন জান্নাতীদের পোশাক, অলংকার, বাসস্থান, খাবারদাবার ও পানীয় ইত্যাদি যা কোন চক্ষু দেখেনি, কোন কান শুনেনি এবং কোন মানুষের কল্পনায়ও আসেনি। জান্নাতের রক্ষক হচ্ছে একজন ফরেশেতা। যার নাম হচ্ছে- রদেওয়ান। কোন কোন হাদিসে তার নাম সুস্পষ্টভাবে উল্লেখিত হয়েছে।"[আল-বদিয়া ওয়ান নহিয়া (১/৫৩) থেকে সমাপ্ত]

সহি হাদিসসমূহে সাব্যস্ত হয়েছে যে, তার উপাধি হচ্ছে- খাযনে (রক্ষক); নাম নয়। শাফায়াতের হাদিসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে সাব্যস্ত হয়েছে যে, তিনি বলেন: "কিয়ামতের দিন আমি জান্নাতের দরজায় আসব এবং দরজা খুলতে বলব। তখন রক্ষক বলবেন: আপনি কে? আমি বলব: মুহাম্মদ। তিনি বলবেন: আপনার জন্ম খেলার নরিদশে দয়া হয়েছে। আপনার আগে আর কারো জন্ম খুলব না।"[সহি মুসলিম (১৯৭)]

কিন্তু, এ নামটি কিছু দুর্বল হাদিসে বর্ণিত হওয়ায় এবং আলমেদের মাঝে এর ব্যবহার প্রসিদ্ধি লাভ করায় এটি ব্যবহার করার প্রশস্ততা রয়েছে, ইনশাআল্লাহ।

স্থায়ী কমটির ফতোয়াসমগ্র এখানে (২৮/৩৫৩):

রদেওয়ান কি জান্নাতের রক্ষক? তার নামটি কিথায় উদ্ধৃত হয়েছে?

উত্তর হল: আলমেদের নকিট মশহুর হচ্ছে, জান্নাতের রক্ষকের নাম রদেওয়ান। কিছু কিছু হাদিসে তার নাম উদ্ধৃত হলেও এ নাম নিয়ে আপত্তি আছে। আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ [সমাপ্ত]

শাইখ উছাইমীন বলেন:

"পক্ষান্তরে, রদেওয়ান হচ্ছে জান্নাতের দায়িত্বপ্রাপ্ত। তার এ নামটি সুস্পষ্টভাবে সাব্যস্ত নয়; যত্নে 'মালিকি' (বুঝাতে চাচ্ছেন: জাহান্নামের রক্ষক) নামটি সাব্যস্ত হয়েছে। কিন্তু, আলমেদের নকিট তিনি এ নামে মশহুর। [শাইখ উছাইমীনের ফতোয়াসমগ্র (৩/১১৯) হতে সমাপ্ত]